দৈনিক ইনকিলাব · 076
তারিখ 22 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

উপজেলা পরিক্রমা

ঘোড়াঘাট

দিনাজপুর, ২১ মে (সংবাদদাতা)—দিনাজপুর জেলার সাবেক নাসিরাবাদ গ্রামটি বর্তমানের উপজেলা ঘোড়াঘাট। তৎকালীন দিনাজপুর ভূ-ভাগের শাসক নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ সুলতানের নামে প্রথমত নাসিরাবাদ ও পরে রাজা বিরাটরাজ-এর ঘোড়াদুর্গ স্থাপনের কারণে "ঘোড়াঘাটে" পরিবর্তিত হয়। উপজেলা ঘোড়াঘাটের আয়তন ৫৭ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১,০৩,৩৯৬। গ্রাম ১৪৩টি। ইউনিয়ন ৪টি।

কৃষি

ঘোড়াঘাট উপজেলার প্রধান ফসল ধান ও পাট। এছাড়া আলু, গম, সরিষা, তামাক, কলাই ইত্যাদি ফসলও আবাদ হয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৩৩,৭৭২ একর। তন্মধ্যে পতিত আবাদী ১,৩৪২ একর, একফসলী ২০,০১৩ একর, দোফসলী ১০,৮০৮ একর ও তিনফসলী জমির পরিমাণ ১,৬০৯ একর। আদর্শ কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১৪,৯৬৬।

শিক্ষা

প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক শিক্ষালয় থাকার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘোড়াঘাট উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এখানে ৩৮টি প্রাইমারী স্কুল, ৮টি হাই স্কুল ও ১০টি মাদ্রাসা রয়েছে। এ উপজেলায় শিক্ষিতের হার ২১·৩%।

স্বাস্থ্য

২৫ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সটিতে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ না থাকায় রোগীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এর পরেও রয়েছে চিকিৎসক, পানি, আলোর সংকট। এ ছাড়াও এখানে ১টি মিশনারী হাসপাতাল ও ৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে।

সরকারী হেলথ কমপ্লেক্সটির চাইতে খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত মিশনারী হাসপাতালটিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা উন্নত ও ভাল হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ ঐ হাসপাতালেরই উপর নির্ভরশীল।

শিল্প

ঘোড়াঘাট উপজেলায় শিল্পের বিকাশ ঘটেনি বললেই চলে। এখানে মাত্র ১টি রাইস মিল ও ৩৩টি হাসকিং মিল রয়েছে। এছাড়া ব্যাংক রয়েছে ৩টি।

যাতায়াত

ঘোড়াঘাট উপজেলা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হলেও সড়কের কারণে সকল যোগাযোগ পার্শ্বস্থ জেলা বগুড়া'র সাথে। স্থানীয় জনগণ সকল হাট-বাজার বগুড়ায় করে থাকে। দিনাজপুর জেলার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়কটি একটু বৃষ্টিতে ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ার কারণে বছরের প্রায় সময় জেলার সাথে ঘোড়াঘাটের যোগাযোগ বিছিন্ন থাকে। এ উপজেলায় ১ মাইল পাকা, ৮ মাইল হেরিং-বণ্ড ও ১৮৯ মাইল কাঁচা রাস্তা রয়েছে।